যুগান্তর

তারিখ: 29 JAN 2014
পৃষ্ঠা: 2 কলাম: 2

ফেসবুক স্ট্যাটাস নিয়ে ছাত্রলীগে তুলকালাম

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করা একটি ছবি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের হস্তক্ষেপেও বিষয়টির কোনো সুরাহা হয়নি। কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিতিতেই নারীনেত্রী এবং কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কয়েকজন নেতার সঙ্গে ঘটেছে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত গড়িয়েছে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শনিবার ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় ঘুরতে যান কবি জসীম উদ্দিন হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মেহেদী হাসান রনি। সেখানে তিনি একটি তরল দুধের দোকানে গিয়ে প্যাকেট দুধ কেনেন এবং ছবি তুলে তার টাইম লাইনে পোস্ট করেন। ছবিতে এক মেয়ে বিক্রেতাও ছিলেন। রনির দাবি অনুমতি নিয়েই তিনি ওই মেয়ের সঙ্গে ছবি তুলেছেন। এ নিয়ে তার অনেক ফেসবুক ফ্রেন্ড নানা মন্তব্য করেন। ছবিটি দেখে চটে যান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের সাংগঠনিক সম্পাদক আফরিন নুসরাত। 'স্টুপিড, মূর্খ এ ধরনের লোককে ছাত্রলীগে কারা পোস্ট দিয়েছে?' এরূপ মন্তব্য করেন। নুসরাত এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ দেয়ারও হুমকি দেন। এ নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হয় টানাপোড়েন। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় নেতারা বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা করলেও তা হয়নি। সোমবার সন্ধ্যায় নুসরাত শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীদের নিয়ে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে মানববন্ধন করেন। এ সময় ছাত্রীরা মুখে কালো কাপড় বেঁধে, হাতে মোমবাতি নিয়ে নারী নির্যাতন ও ইভটিজিংবিরোধী বিভিন্ন প্লাকার্ড সহকারে ফেসবুকে অশালীন পোস্ট দেয়ার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

সুরাহা হয়নি কেন্দ্রীয় নেতাদের হস্তক্ষেপেও

এর রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার দুপুরে নিজের টাইম লাইনে একটি পোস্ট দেন ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের উপ-সম্পাদক লিটন মাহমুদ। তিনি এতে বলেন, 'আমার জানা মতে এক মেয়ে জেলা নেতার (ছাত্রলীগের) হাত ধরে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে হেঁটে বেড়িয়েছে, বিয়ে করেছে এবং সর্বশেষ ডিভোর্সও খেয়ে ফেলেছে। তার পোস্টটি দেখে ক্ষিপ্ত হন আফরিন নুসরাত। তিনি পোস্টটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে মধুর ক্যান্টিনে এসে লিটনকে মারতে উদ্যত হন। লিটনের সঙ্গে থাকা ছাত্রলীগ কর্মীরা নুসরাতকে প্রতিহত করতে গেলে দু'পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া এবং হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি মেহেদী হাসান মোল্লা এবং সাধারণ সম্পাদক ওমর শরীফ তাদের থামানোর চেষ্টা করলে নুসরাত তাদের ওপরেও চটে যান। পরে বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। কিন্তু তারা উভয় পক্ষকে সমঝোতায় আনতে ব্যর্থ হন এবং সিদ্ধান্ত হয় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিষয়টির মীমাংসা হবে। জানা যায়, ঘটনার সুরাহার জন্য ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি এইচএম বদিউজ্জামান সোহাগ এবং সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম তাদের নিয়ে আলোচনায় বসেন এবং সেখানে এসে উপস্থিত হন যোগাযোগমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। সভা থেকে জানানো হয়, পরে তদন্তসাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি মেহেদী হাসান মোল্লা বলেন, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সিদ্ধান্তের পর আমরা লিটনকে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে ১৫ দিনের জন্য অব্যাহতি দিয়েছি এবং জসীম উদ্দিন হলের সভাপতিকে কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ দিয়েছি।